চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আইসিইউ কার্যক্রমের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (আইসিইউ) কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। একই সঙ্গে দেশের আরও নয়টি জেলা সদর হাসপাতালে নবস্থাপিত আইসিইউ ইউনিটেরও উদ্বোধন করা হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এসব আইসিইউ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

গতকাল রোববার সকাল ১০টায় নারায়ণগঞ্জ জেনারেল (ভিক্টোরিয়া) হাসপাতালে আয়োজিত কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একযোগে দেশের ১০টি জেলা হাসপাতালে আইসিইউ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিল বাকি নয়টি হাসপাতাল।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, জরুরি রেসপন্স ও মহামারি প্রস্তুতি (ইআরপিপি) প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত প্রতিটি আইসিইউ ইউনিটে পেডিয়াট্রিক ভেন্টিলেটর, অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটরসহ প্রয়োজনীয় আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে। একই সঙ্গে ইউনিটগুলো পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, নতুন এসব আইসিইউ চালুর ফলে জেলা পর্যায়ে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক জটিল রোগীদের উন্নতমানের ক্রিটিক্যাল কেয়ার সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এতে গুরুতর রোগীদের চিকিৎসার জন্য রাজধানী বা বড় শহরের হাসপাতালের ওপর চাপ কমবে এবং স্থানীয় পর্যায়েই দ্রুত ও কার্যকর চিকিৎসাসেবা পাওয়া যাবে।

স্বাস্থ্য খাত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতে, জেলা পর্যায়ে আইসিইউ সুবিধার সম্প্রসারণ দেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে। পাশাপাশি জরুরি পরিস্থিতি ও মহামারি মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বাস্তবায়িত জরুরি রেসপন্স ও মহামারি প্রস্তুতি (ইআরপিপি) প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবার অবকাঠামো ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে ১০টি জেলা হাসপাতালে আধুনিক আইসিইউ স্থাপন করা হয়েছে।

এদিকে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সম্মেলন কক্ষ থেকে হাসপাতালের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন রাজনৈতিক নেতারাও। উদ্বোধনের পর অতিথিরা হাসপাতালের নতুন ভবনের সপ্তম তলায় স্থাপিত আইসিইউ ইউনিট পরিদর্শন করেন।

এ সময় ফিতা কেটে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আইসিইউ কার্যক্রমের সূচনা করেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন পর আইসিইউ চালু হওয়া জেলার স্বাস্থ্যসেবায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। পাশাপাশি দক্ষ জনবল নিশ্চিত করে রোগীদের মানসম্মত চিকিৎসাসেবা প্রদান করতে হবে।

চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডা. হাদী জিয়া উদ্দিন আহমেদ বলেন, উদ্বোধনের পর প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে খুব শিগগিরই আইসিইউর কার্যক্রম শুরু করা হবে। তবে এ ইউনিট পরিচালনায় দক্ষ জনবলের প্রয়োজন রয়েছে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাস, আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. ফারহানা ওয়াহিদ তানি, সার্জারি কনসালট্যান্ট ডা. এহসানুল হক তন্ময়, পৌর বিএনপির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম মনি, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা, চিকিৎসক ও নার্সরা।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়নে করনীয় শীর্ষক আলোচনা

ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়নে করনীয় শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (১৬ অক্টোবর) ঝিনাইদহের অ্যাকটিভ সিটিজেনস গ্রুপ (এসিজি)’র উদ্যোগে শহরের সৃজনী মোড়, পবহাটিতে, এই অ্যাকশন মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)’র অনুপ্রেরণায় গঠিত ‘এসিজি’ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল ভিত্তিক একটি নাগরিক প্লাটফর্ম।

স্থানীয় নাগরিকের সহযোগিতায় ‘এসিজি’ কর্তৃক আয়োজিত সভায় ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ এর সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় নাগরিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সনাক এর স্বাস্থ্য উপকমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক সাবেক অধ্যক্ষ এন. এম. শাহজালাল এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এসিজি সমন্বয়ক মোঃ মুবিনুল ইসলাম। এলাকাবাসীরা সভায় গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন এবং তাঁরা বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করেন ও সমস্যাসমূহ সমাধানের সুপারিশ উপস্থাপন করেন।

এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে এরিয়া কো-অর্ডিনেটর ঝিনাইদহ, ইয়েস, ও এসিজি সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এসিজি সদস্য আবু জাহান খান (লিমন)।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেয়াল লিখন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান ও দেয়াল লিখন এবং বিভিন্ন চিত্রের ছবির মাধ্যমে দেওয়ালের সৌন্দর্য ফেরাতে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৫ আগস্ট) সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত হাসপাতাল প্রাঙ্গণের ফুলের বাগানসহ বিভিন্ন স্থানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান চালানো হয় এবং নতুন ভবনের নিচের দেয়াল গুলোর সৌন্দর্য বর্ধন ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে রং তুলিতে ফুটিয়ে তোলা হয় দেশের মানচিত্র জাতীয় পতাকা সহ ডাক্তার নার্সদের নিয়ে সুন্দর উক্তি ।

চুয়াডাঙ্গা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রোভার স্কাউট, সেচ্ছায় রক্তদাতাদের সংগঠন বাঁধন, রেড ক্রিসেন্ট , বি এন সি সি ও সংযোগ সহ এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সকল স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ কাজ করেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেয়াল লিখন ও ছবির আর্ট কর্মসূচিতে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান দেয়াল লিখন ও ছবি আর্ট এর বিষয়ে জানতে চাইলে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের সিনিয়র রোভার মেট সাকিব বিশ্বাস বলেন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের পতন ঘটেছে। তারই ধারাবাহিকতায় দেশের সকল স্থানের প্রশাসনিক কার্যক্রম দুর্বল হয়ে পড়েছে । দেশের এই ক্রান্তিকাল সময়ে যারা ইতিপূর্বে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে এবং মানুষের পাশে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যারা কাজ করছে এমন কয়েকটি সংগঠন মিলে আমরা একসাথে কাজ করছি । আর শুধু যে আমরা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনই কাজ করছি এমন নয় আমাদের সাথে সাধারণ শিক্ষার্থীর সহ সাধারণ মানুষও কাজ করছে। হাসপাতালে সকল প্রকার কর্মকান্ড এবং দুর্নীতি রোধ করতে উপদেষ্টা সহ আমর একটা মনিটরিং টিম গঠন করেছি।সেই মনিটরিং টিমের উপদেষ্টা সেচ্ছাসেবকবৃন্দ প্রতি সপ্তাহে হাসপাতালে মনিটরিং কার্যক্রম গুলো করবে। সাথে হাসপাতালের উন্নয়নের স্বার্থেও তারা কাজ করবে। আমরা যারা ইতিপূর্বে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছি তারা সব সময় প্রস্তুত আছি চমৎকার চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল এবং চমৎকার চুয়াডাঙ্গা গড়ার স্বার্থে ।দেশের ট্রাফি সেবা সহ বিভিন্ন সেবাধর্মী কাজ করে চলেছে আমাদের স্বেচ্ছাসেবক ভাই ও বোনেরা।

এ সময় তিনি আরও বলেন, আমরা চাই চুয়াডাঙ্গার অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সহ সকল শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ আমাদের পাশে থাকেন এবং আমাদের কাজে সহযোগিতা করেন। চমৎকার চুয়াডাঙ্গা গড়ার প্রত্যয়ে আমরা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি এবং সেগুলো প্রতিনিয়ত বাস্তবায়ন করার চেষ্টা চালিয়ে যাবো। আমাদের এই সকল কাজ ধারাবাহিকভাবে চলমান থাকবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন শাহরিয়ার সিয়াম, সজীবুল ইসলাম, সাফাতুল ইসলাম, তামান্না, ফিরোজ, সামিউল, সৌরভ, মুসফিকুর, আকাশ, মিকাইল, সাদ, তামান্না, রিজিয়া, মাওয়া, সর্ণা, মাহিন, সাদিয়া, সিনিকদিয়া সহ সাধারণ শিক্ষার্থীরা ও সেচ্ছাসেবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে সন্তান প্রসবের পর সন্তান ফেলে মা উধাও

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাপিয়া নামের এক নারী কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন। এরপরই সন্তানকে অন্য এক রোগীর স্বজনদের কাছে রেখে উধাও হয়েছে ওই নারী। অনেক খোজাখুজির পর নবজাতকের মা’কে না পেয়ে নবজাতক নিয়ে সদর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দারস্থ হন ওই রোগীর স্বজনেরা। এরপর বিষয়টি জানাজানি হয়।

আজ বৃহস্পতিবার (২৫ জানুয়ারি) সকালে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের গাইনি ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল সুত্রে জানাগেছে, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে প্রসব ব্যথা নিয়ে স্বজনদের সঙ্গে পাপিয়া (২৬) নামে এক নারী হাসপাতালে আসেন। চিকিৎসক তাকে ভর্তি করে গাইনি ওয়ার্ডে পাঠান। সেখানেই নার্স-চিকিৎসকের সহযোগীতায় একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তানের জন্ম দেন এই নারী। এর কিছুক্ষন পর ওই নারী মা সহ তার স্বজনরা নবজাতকে হাসপাতালে রেখেই উধাও হয়েছে। পাপিয়া খাতুন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার কেষ্টপুর গ্রামের আলমগীরের স্ত্রী। তবে এঘটনার পরই এই নারীর সন্ধানে মাঠে নেমেছে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ওয়াহেদ মাহমুদ রবিন বলেন, জরুরি বিভাগ থেকে ভর্তি করে গাইনি ওয়ার্ডে পাঠানো হয়। গাইনি ওয়ার্ডে নার্স-চিকিৎসকের সহযোগীতায় কন্যাসন্তান প্রসব করেন তিনি। এরপরই নবজাতক রেখে চলে যায় হাসপাতালের সমাজসেবা অফিসের তত্ত্বাবধানে আছে শিশুটি।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) শেখ সেকেন্দার আলী বলেন, এই নারীকে আমরা সনাক্তের চেষ্টা চালাচ্ছি। তাকে পেলেই বিস্তারিত ঘটনা জানা যাবে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের গনশৌচাগার থেকে নবজাতক উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের গনশৌচাগার থেকে এক নবজাতক মেয়েকে উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার (১১ নভেম্বর) রাত আড়াইটার দিকে হাসপাতালের নতুন ভবনের পঞ্চমতলার মহিলা মেডিসিন ওয়ার্ডের গনশৌচাগার থেকে উদ্ধার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) এ এস এম ডা. ফাতেহ আকরাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, গতকাল শনিবার গভীর রাতে গনশৌচাগার থেকে পাওয়া নবজাতকটি উদ্ধার করে কর্মরত নার্স ও স্বেচ্ছাসেবীরা। বর্তমানে সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলছে। নবজাতকটি আমাদের সিনিয়র স্টাফ নার্স সাবিনা ইয়াসমিন রেখার কাছে আছে। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে। তারা পরিচয় শনাক্তে কাজ করছে।

মহিলা মেডিসিন ওয়ার্ডের স্বেচ্ছাসেবী রেশমা খাতুন ঢাকা রাত আড়াইটার দিকে এক রোগী গনশৌচাগারের যান। সেখানে বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনে আমাদেরকে জানান। আমি গিয়ে দেখি শৌচাগারের (কমোডের) মধ্যে নবজাতকের মাথা ও বাইরে দেহ ছিল। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে জরুরি বিভাগে চিকিৎসা শেষে শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়।

তিনি আরও বলেন, ধারণা করা হচ্ছে শৌচাগারে মেয়ে বাচ্চাটি ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তবে আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি, বাচ্চার মাকে পাওয়া যায়নি। তবে এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল জুড়ে বইছে সামালোচনা।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল থেকে দালাল চক্র আটক, ১মাসের কারাদন্ড

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল থেকে নারীসহ ৯ দালালকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে প্রত্যেককে কারাদন্ড দেওয়া হয়।

আজ বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ডিবি পুলিশ ও জেলা প্রশাসন এ অভিযান পরিচালনা করেন।

জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম জানান, দীর্ঘদিন ধরে সদর হাসপাতালে দালালচক্র সাধারণ রোগীদের সাথে প্রতারণা করে বাইরের ক্লিনিক ও প্রাইভেট হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলো। এমন সংবাদ জানতে পেরে জেলা প্রশাসকের নির্দেশনা মোতাবেক আজ বুধবার সকালে ডিবি পুলিশ ও জেলা প্রশাসন যৌথ অভিযান পরিচালনা করে ৫ জন নারী ও ৪ জন পুরুষ দালালকে আটক করে।

পরে জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট এস.এম নুরুন্নবী ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে প্রত্যেককে ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড, নারীদের ১০০ টাকা ও পুরুষদের ২০০ টাকা করে জরিমানা করেন।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের দুইটি লিফট একসাথে নষ্ট চরম ভোগান্তিতে রোগীসহ স্বজনরা

সেলিনা বেগমের শ্বশুর অসুস্থ। হাসপাতালের ৬ষ্ঠ তলায় তার অবস্থান। প্রতিনিয়ত নিচে ওঠানামা করতে হয়। কিন্তু রোববার থেকে হাসপাতালের বহুতল ভবনরে দুইটি লিফট এক সঙ্গে নষ্ট হয়ে গেছে। এ নিয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন তিনি। শুধু সেলিনা বেগন নয়, তার মতো শতাধীক

রোগী ও রোগীর স্বজনরা বিপাকে পড়েছেন। সেই সাথে চিকিৎসক ও নার্সসহ হাসপাতালের স্টাফরাও।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, রোববার দুপুর ১২টার পর থেকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের লিফট বন্ধ হয়ে যায়। লিফট বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগী ও তার স্বজনদের মধ্যে দুশ্চিন্তা ভর করে। আতংক ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। এদিকে হৃদরোগ ও দুর্ঘটনায় আহত রোগীদের পরীক্ষা নিরীক্ষাসহ জরুরী প্রয়োজনে ওঠানামা বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক হার্টের রোগী প্রয়োজনে তিনতলার উপরে উঠতে পারছেন না। আবার চিকিৎসকরাও ৬ তলা ও ৮ তলায় যেতে পারছেন না।

আসাদুজ্জামান নামে এক রোগীর স্বজন বলেন, ঝিনাইদহ আড়াই’শ বেড জেনারেল হাসপালের লিফট মানেই ছিল আতংক। আগে যখন তখন লিফট বন্ধ হয়ে রোগী ও তার স্বজনরা বিপদের সম্মুখিন হলেও কোন প্রতিকার ছিল না। কারণ এ দুটি লিফট চালান হাসপাতালেরই তিনজন সিকিউরিটি গার্ড। এ বিষয়ে তারা দক্ষ না হলেও তাদের হাতেই সোপর্দ করা হয়েছে আটতলা ভাবনের দুইটি লিফট। ফলে প্রতিনিয়ত লিফট আটকে রোগীদের বিড়ম্বনায় ফেলে দিত। এবার নষ্ট হয়ে ভোগান্তির চরম শিখরে পড়লো রোগীর পাশাপাশি ও তার স্বজনরা।

লিফট নষ্ট হওয়ার কথা স্বীকার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক সৈয়দ ডাঃ সৈয়দ রেজাউল ইসলাম জানান, বিষয়টি রোববার জেলা সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। মিটিংয়ে উপস্থিত ঝিনাইদহ গণপূর্ত বিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী ফারুক হোসেনকে অবহিত করে দ্রুত লিফটি মেরামতের জন্য বলা হয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক জানান, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালটি বহুতল বিশিষ্ট হওয়ায় লিফট খুবই জরুরী। প্রতিদিন রোগীসহ প্রায় ৮/৯’শ দর্শনার্থী লিফট ব্যবহার করেন। তাছাড়া তিন তলা ছাড়া লিফট ব্যাতিত উপরে যাওয়া কষ্টকর। বিষয়টি নিয়ে ঝিনাইদহ গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীকে ফোন করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। অন্যদিকে উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী ফারুক হোসেন ফোন রিসিভ করেননি।

এ ব্যাপারে হাসপাতালের ঠিকাদার সাইফুল ইসলাম টিপু জানান, লিফট কেনার জন্য গনপুর্ত বিভাগের তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলী কায়সার ইবনে শাইখ দুইবার ইটালি যান। তিনিই দেখে শুনে এই লিফট কিনে আনেন। তাই লিফট নিয়ে প্রশ্ন উঠলে গনপূর্ত বিভাগ তার সমাধান করবেন।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ৮ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫০

শয্যার জেনারেল হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ২০১৭ সালে টি.ই অ্যান্ড ইউসিসি জেভি নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নির্মাণকাজ শুরু করে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে ভবনটি হস্তান্তরের কথা ছিল। কিন্তু ঘুষ লেনদেন নিয়ে ঠিকাদারের সঙ্গে তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলী কায়সার ইবনে শাইখের দ্বন্দ হলে ঠিকাদারের বিল আটকে দেন। এ নিয়ে বিরোধ চরমে ওঠে। দুদক বিষয়টি তদন্তে নামে। একপর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলী কায়সার বদলি হয়ে যান।